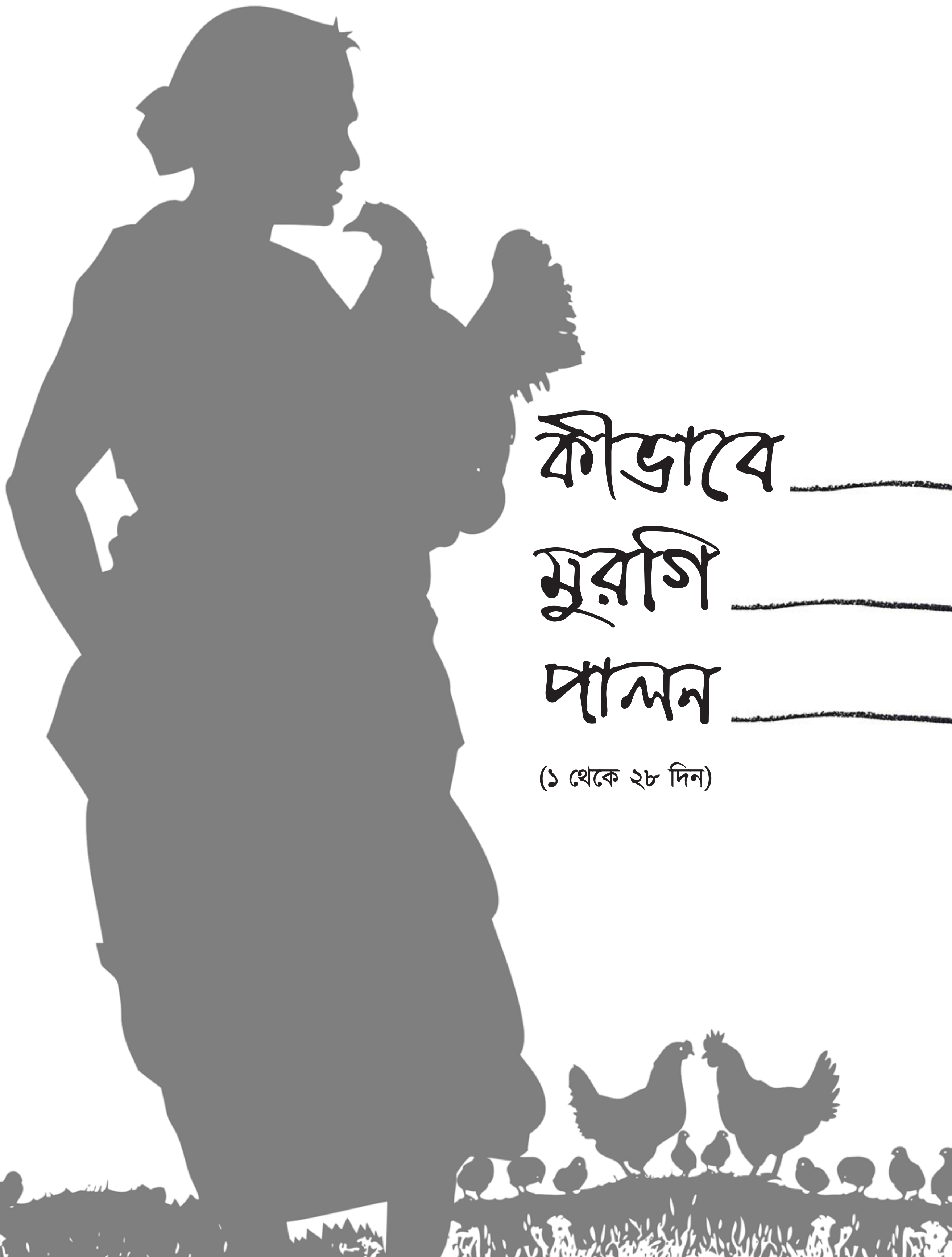

কীভাবে মুরগি পালন

(১ থেকে ২৮ দিন)

মুরগি পালন কেন করবো

- ডিম ও মাংসের জন্য পালন করা হয়, বাড়িতে কম খরচে প্রোটিন যোগান দিতে পারে। ১৩ রকম খনিজ পদার্থসহ প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি অনেক খাদ্যগুণই ডিমের মধ্যে পাওয়া যায়। পুষ্টি, শক্তি ও দেহ গঠনে ডিম খুবই প্রয়োজনীয়।
- মুরগির পায়খানা হল একটি উন্নত জৈব সার, যার মধ্যে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম থাকে।
- মাছ চাষে, ফুল চাষে, সবজীচাষে এবং যে কোন দানাশস্য চাষে গাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- মাংস ও ডিম সহজেই বিক্রি করা যায়। এছাড়া পরিবারের লোকজন মাংস ও ডিম খেতে পারে, তাতে তাদের অপুষ্টিজনিত রোগ দূর হতে পারে। ১টি ডিম প্রায় ১ গ্লাস দুধের সমান। মাসে যদি শিশুদের ১০ টা ডিম খাওয়ানো যায়, তবে তাদের অপুষ্টিজনিত রোগ অনেক কমে যাবে।
- মুরগি পালনের কাজ স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাও করতে পারে।
- পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হিসাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুরগি চাষ করা যায়। আবার পরিবারের সহায়ক আয়ের উৎস হিসাবেও অল্প কয়েকটি মুরগি চাষ করা যেতে পারে।

ডিম পাড়ার জন্য কি ধরণের মুরগি পালন করবেন

- গ্রামে অধিকাংশ পরিবার দেশী মুরগি পালন করে। এই দেশী মুরগি বছরে ৬০-৭০ টি ডিম দেয়। এই ডিম বিক্রি করে খুব বেশি আয় হয় না এবং দেশী মুরগির ওজনও কম হয়। সেই কারণে দেশী ও বিদেশী মুরগির সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর জাতের মুরগি পালন করা ভালো। এরা যেমন ডিম দেয় বেশি, তেমনি এই জাতের মুরগির ওজনও বেশি হয়।
- লাল রঙের মুরগির নাম হল রোড আইল্যান্ড রেড এবং কালো রঙের মুরগি হল ব্ল্যাক মিনারকা - এই দুই জাতের মুরগি পালন করা যেতে পারে।

ভাল জাতের মুরগির কি কি লক্ষণ থাকা জরুরী

১) মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল উজ্জ্বল লাল হবে এবং ফুল ও ঝুঁটি নরম হবে।

২) মলদ্বার বড় হবে ও ভেজা ভেজা থাকবে।

৩) গায়ের পালকের বিন্যাস খুব ভালো হবে।

৪) চোখ উজ্জ্বল ও চনমনে হবে।

৫) দেখতে নৌকার মতো হবে।

৬) পা গুলি সরু হবে এবং পায়ের রঙ হলুদ হবে।

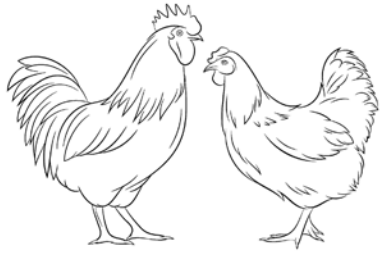

মুরগি রাখার ঘর কেমন হবে

মুরগি রাখার ঘর যে কোন বড় গাছের ছায়াযুক্ত জায়গায় হলে ভালো। মুরগি পালকের বাড়ির কাছাকাছি জায়গা এবং একটু উঁচু জায়গা হওয়া দরকার যেখানে বর্ষার জল জমবে না বা জলের ছাঁট ঘরের মধ্যে ঢুকবে না। অন্য কোনও জীবজন্তু যেমন শিয়াল ইত্যাদি ঘরের মধ্যে যেন ঢুকতে না পারে। ঘরের মধ্যে আলো বাতাস ঢোকার জন্য ঘরগুলি পূর্ব পশ্চিম বরাবর লম্বা হতে হবে। ঘরের মেঝের উচ্চতা ভূমি থেকে ২ ফুট উঁচু হতে হবে। ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচল করার জন্য ঘরের চওড়া ১৫ ফুটের বেশি না হওয়া দরকার। ঘরের উচ্চতা ৬-৭ ফুট হওয়া দরকার। ঘরের মেঝে থেকে ১৫ ইঞ্চি থেকে ১.৫ ফুট উঁচু করে ইট বা কাঠের পাটাতন দিয়ে ঘিরে দিতে হবে এবং অন্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার উপরের অংশে তারের নেট দিয়ে ৫ ফুট উঁচু করে ঘিরে দিতে হবে। ঘরের ছাদ খড়, টালি বা অ্যাসবেসটস দিয়ে তৈরি করা যায় কিন্তু খড়ের ছাদ হলে ভালো হয়। কারণ তাতে ঘরগুলি গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে এবং শীতকালে গরম থাকে। ঘরের বাইরের দিকে ছাদ থেকে ২.৫ ফুট থেকে ৩ ফুট ছাঁচ বের করে রাখা দরকার, যাতে বৃষ্টির জল ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পারে। ঘরের মেঝে দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে সমান করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের ভিতরে প্রতি মুরগি পিছু ৩-৩½ ফুট জায়গা থাকা প্রয়োজন।

মুরগির বাচ্চা সংগ্রহের সময় বাচ্চা সর্ম্পকে কি কি তথ্য জানা/দেখা দরকার

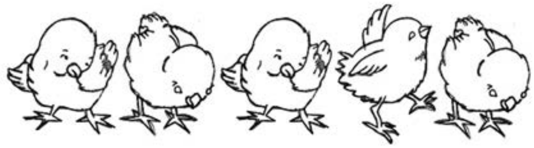

১) কোন জাতের মুরগির বাচ্চা। ২) বাচ্চার বয়স কত দিন। ৩) বাচ্চার গড় ওজন কত গ্রাম (৫টি বাচ্চার গড় ওজন ১৭৫-২০০ গ্রামের মতো হয়)। ৪) বাচ্চাকে কি কি টিকা দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে কিনা। ৫) বাচ্চারা যেন কানা বা খোঁড়া না হয়, তা দেখা। ৬) যেন পিছনে মল না লেগে থাকে, তা দেখা। ৭) বাচ্চাদের চোখ গোল ও উজ্বল এবং সব সময় সজাগ হয়ে আছে কিনা তা দেখা। ৮) খুব ঠান্ডার সময় দুপুরে কড়া রোদের সময় সকালে ও বিকালে বাচ্চা নিয়ে আসা।

মুরগির বাচ্চা নিয়ে আসার পূর্বে মুরগি রাখার ঘরের জন্য কি কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার

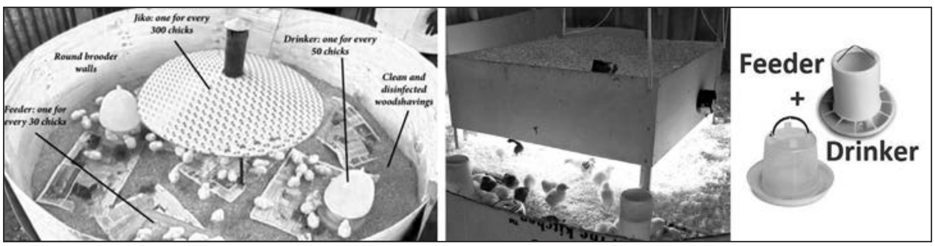

১) ঘরের মধ্যে তাপক্ষেপ (ব্রুডার) তৈরি করে রাখা।

২) যদি পুরানো লিটার থাকে তা সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া।

৩) ঘরের ভিতর ও বাইরের চারপাশ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা।

৪) যদি পুরানো ঘর হয়, দেওয়াল ও ছাদে ঝুল হয়ে থাকলে তা ঝাঁটা দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করা এবং জীবাণু প্রতিষেধক স্প্রে করা।

৫) ঘরের মেঝেয় শুকনো চুন ছড়িয়ে দেওয়া ও জীবাণু নাশ করা।

৬) লিটার ২-৩ দিন রৌদ্রে গরম করে নেওয়া এবং বাচ্চা ছাড়ার ২৪ ঘন্টা পূর্বে সেই লিটার বিছিয়ে দেওয়া ও চিক গার্ড দেওয়া।

৭) বাচ্চারা যাতে লিটার খেতে না পারে সেজন্য লিটারের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে দিতে হবে এবং লিটারের উচ্চতা ১ ১/২ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি হতে হবে।

৮) ঘরের মধ্যে আলোর ব্যবস্থা করা এবং বাচ্চা ছাড়ার ৩ ঘন্টা পূর্বে ঘরের মধ্যে ও ব্রুডার ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৯) জলের পাত্র ও খাবারের পাত্র পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখা।

বাচ্চা খামারে নিয়ে আসার পর কি কি ব্যবস্থা রাখা দরকার

১) ইলেকট্রোলাইট বা গ্লুকোজ অথবা নুন চিনির জল পাত্রে তৈরি করে জলের পাত্র ভর্তি করে রাখা দরকার। কারণ নিয়ে আসার সময় মুরগীর বাচ্চারা যে ধকল পাবে তার থেকে বাচ্চাকে এই জল রক্ষা করবে। জলের পাত্রগুলি কাঠের পাত্রের উপর বসানো দরকার, কারণ জল পড়ে গেলে তা কাঠের পাত্রের উপর পড়বে, তাতে লিটার ভিজে যাবে না।

২) বাচ্চা গুণে নেওয়া এবং দুর্বল বাচ্চাকে আলাদা করে রাখা দরকার।

৩) বাচ্চা ওজনের নমুনা হিসাবে প্রতি বাচ্চার ওজন ৩৫ গ্রাম থেকে ৪০ গ্রাম হলে সব থেকে ভালো। তবে বাচ্চার ওজনের তুলনায় বাচ্চার সমান সাইজ কিনা সেটা দেখা বেশি জরুরী। বাচ্চার মলদ্বার শুকনো কিনা সেটা দেখাও খুব জরুরী। মলদ্বার ভিজে হলে মল লেগে থাকলে সেই বাচ্চাকে আলাদা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।

৪) বাচ্চা ঘরে ছাড়ার সময় থেকে ৩ ঘন্টা পর্যন্ত শুধু জল খাবে, তারপর চিক ম্যাশ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাকে ছাড়ার পর তাকে জলের পাত্রটিকে চিনিয়ে দিতে হবে।

৫) বাচ্চা ছাড়ার ২-৩ ঘন্টার পর বাচ্চাকে চিক ম্যাশ খেতে দিতে হলে চিক ম্যাশ সংগ্রহ করে রাখতে হবে, তবে দেখতে হবে ম্যাশ যেন জমাট বাঁধা না হয়। ম্যাশ খবরের কাগজের উপর ছড়িয়ে দেওয়া বা ডিমের ট্রে কিংবা আপেলের ট্রে-তে খাবার দিতে হবে (ট্রে-তে খাবার দিলে খাবার নষ্ট কম হয়)।

৬) বাচ্চার আচরণ দেখে ঘরের তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা সেটা ঠিক করতে হবে এবং সেই অনুসারে আলো কমাতে বা বাড়াতে হবে। যদি বাচ্চারা একজায়গায় জড়ো হয়ে থাকে তাহলে আলোর সংখ্যা বাড়াতে হবে, আর যদি আলোর থেকে বাচ্চারা দূরে থাকে তা হলে আলোর সংখ্যা কমাতে হবে। বিদ্যুৎ চলে গেলে ঘর যদি অন্ধকার হয়ে যায় তখন বাচ্চারা ভয় পেয়ে থাকে। যাতে তারা ভয় না পায়, তার জন্য হ্যারিকেন জ্বেলে রাখতে হবে। ১০০ টি বাচ্চার জন্য ৬০ ওয়াটের ৪টি ল্যাম্প বা ১টি গ্যাস হ্যাজাক বা ৫টি হ্যারিকেন প্রয়োজন হয়।

বাচ্চার থাকার ঘরের তাপমাত্রা কেমন থাকা প্রয়োজন

বাচ্চার অবস্থা ও আবহাওয়ার উপর ব্রুডিং হাউসের তাপমাত্রা নির্ভর করে। সাধারণত প্রথম সপ্তাহে ব্রুডিং হাউসের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হওয়া উচিত। তার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ দ্বিতীয় সপ্তাহে তাপমাত্রা ৯০ডিগ্রি ফারেনহাইট হওয়া উচিত, তৃতীয় সপ্তাহে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হওয়া উচিত, চুতর্থ সপ্তাহে তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হওয়া উচিত। তবে ব্রুডার ঘরের বাচ্চাদের চলাচল দেখে বোঝা যায় তারা ঠিক ঠিক তাপ পাচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় যে বাচ্চারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে তাহলে তাপমাত্রা বাড়াতে হবে। আর যদি দেখা যায় বাচ্চারা আলো থেকে অনেক দূরে দূরে আছে তাহলে তাপমাত্রা কমাতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে বাতাস যে দিক দিয়ে বইবে সে দিকে ঝাঁপ ফেলে দিতে হবে। ঝাঁপগুলি চটের বস্তা বা পলিথিনের হলে ভালো হয়। এই সময় বাচ্চাকে তাপ দিলে বাচ্চার হজম শক্তি বাড়ে এবং তাড়াতাড়ি পালক গজাতে সাহায্য করে।

২৮ দিন পর্যন্ত মুরগির ঘরের আয়তন, জলের জায়গা, খাবারের জায়গার অনুপাত কেমন হবে

বাচ্চা আনার আগে বাচ্চার ঘর জীবাণুমুক্ত করা, ঘরে লিটার বিছানো ঠিক আছে কিনা তা লক্ষ্য করা, লিটার শুকনো কিনা তা দেখা, লিটারের মধ্যে ২০ – ২৫ শতাংশের বেশি জলীয় অংশ না থাকে তা দেখা দরকার । ২০ - ২৫ % বুঝতে হলে লিটার হাত দিয়ে মুঠো করে নিলে দলা পাকিয়ে যাবে, দলাগুলি উপর থেকে ফেলে দিলে যদি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তা হলে লিটারের শতাংশের পরিমাণ ঠিক আছে।

মুরগির খাবার কি কি ও কি ধরণের খাবার প্রয়োজন হয়

বিভিন্ন ধরণের বিষয়	প্রথম সপ্তাহ	দ্বিতীয় সপ্তাহ	তৃতীয় সপ্তাহ	চতুর্থ সপ্তাহ
১০টি মুরগির বাচ্চার জন্য কতটা জায়গা প্রয়োজন	১' লম্বা x ২' চওড়া	১' লম্বা x ২' চওড়া	১.৫' লম্বা x ২' চওড়া	২' লম্বা x ২' চওড়া
১০টি মুরগির বাচ্চার জন্য খাবারের পরিমাণ (সপ্তাহ হিসেবে কতটা প্রয়োজন)	৪০-৫০০ গ্রাম	১০৫০ গ্রাম	১৪৭০ গ্রাম	২২৪০ গ্রাম
১০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য খাবারের জায়গা প্রয়োজন	প্রথম ২-৩ দিন ট্রে বা খবরের কাগজ দিতে হবে। ২ ঘণ্টা অন্তর খাবার দিতে হবে	২ টি খাবারের পাত্র প্রয়োজন, ৩ বার খাবার দিতে হবে	২ টি খাবারের পাত্র প্রয়োজ্ন, ৩ বার খাবার দিতে হবে	২ টি খাবারেরপাত্র প্রয়োজন্,৩ বার খাবার দিতে হবে
১০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য জলের জায়গা প্রয়োজন	২ টি জলের পাত্র	২ টি জলের পাত্র	২ টি জলের পাত্র	২ টি জলের পাত্র
১০টি মুরগির বাচ্চার জন্য কত জলের প্রয়োজন (সপ্তাহ হিসেবে)	২ লিটার জল খাবে	৩ লিটার জল খাবে	৪ লিটার জল খাবে	৫ লিটার জল খাবে

ব্যবসায়িকভাবে লেয়ার মুরগি পালনের জন্য তিন ধরণের খাবার প্রয়োজন হয়।

১) ১ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ভুট্টাগুঁড়ো ও চিক ম্যাশ খাওয়ানো হয়

২) ৯ থেকে ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রোয়ার ম্যাশ খাওয়ানো হয়

৩) ২১ থেকে ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত লেয়ার ম্যাশ খাওয়ানো হয়

সাধারণভাবে মুরগি পালনের জন্য খাদ্য নিজেরা তৈরি করে নেওয়া ভাল, তাতে খাদ্যের গুণগত মান ভাল হয়, খরচ কম হয় এবং টাটকা খাবার পাওয়া যায়। এর ফলে মুরগির শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল হয়। এখন চিক ম্যাশ তৈরি করতে কি কি লাগে ও তার শতাংশ পরিমাণ কত

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	শতাংশ ভাগ
১	হলুদ ভুট্টা ভাঙা	৩৫ ভাগ
২	ধানের কুঁড়ো	২০ ভাগ
৩	গম ভাঙা	১০ ভাগ
৪	বাদাম খোল	২০ ভাগ
৫	তিল খোল	৫ ভাগ
৬	চালের খুঁদ	৮ ভাগ
৭	খনিজ লবণ	১ ভাগ
৮	খাবার লবণ	১ ভাগ
	মোট	১০০ ভাগ

মুরগি পালনের রোগ ও তার প্রতিকার

মুরগি পালন করে আয় বৃদ্ধি করতে হলে সঠিক সময় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুব জরুরী। সঠিক সময় প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি না করলে আর্থিক ভাবে লোকসান হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে, সেই কারণে সাধারণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। কাজেই রোগ প্রতিরোধের সাধারণ ব্যবস্থাগুলো সর্ম্পকে এবার আলোচনা করা যাক।

বয়স	ঔষধ বা টিকা প্রয়োগ বিধি
১ দিন	গ্লুকোজ ও ইলেকট্রোলাইট মিশ্রিত জল (ক্লান্তি নাশক ও শক্তি বর্ধক হিসাবে ব্যবহার)
১ - ০ দিন	ম্যারেক্স রোগের টিকাকরণ (মুরগি পিছু ০.২ মি গ্রা উরুর মাংস পেশীতে ইঞ্জেকশন)
১ - ৩ দিন	সকালের জলে ভিটামিনের মিশ্রণ এবং বিকালের জলে এন্টিবায়োটিক পাউডার, পানীয় জলে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স
৪ - ৫ দিন	রানীক্ষেত রোগের টিকাকরণ এফ – ১ (নাকে বা চোখে এক ফোঁটা দেওয়া)
৯ - ১০ দিন	পকস টিকাকরণ, পালকের নিচে
১২ - ১৪ দিন	সকালের পানীয় জলে ভিটামিন মিশ্রণ
১৫ দিন	গামবারো রোগের টিকা (চোখে ১-২ ফোঁটা বা সকালের পানীয় জলে মিশ্রণ)
১৬ - ১৮ দিন	লিভার টনিক (খাদ্য বা জলের সঙ্গে মিশ্রণ)
১৯ – ২১ দিন	ককসিডিয়া নাশক ঔষধ প্রতিষেধক হিসাবে
২২ – ২৪ দিন	লিভার টনিক (খাদ্য বা জলের সঙ্গে মিশ্রণ)
২৮ – ৩১ দিন	পানীয় জলে ভিটামিনের মিশ্রণ এবং খাদ্য লিভার টনিক
৩২ দিন	রানীক্ষেত রোগের প্রতিষেধক টিকা (এফ – ১ নাকে বা চোখে ১-২ ফোঁটা দেওয়া)

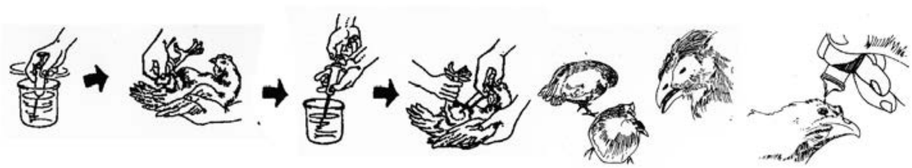

রোগের নাম, সময় ও লক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	রোগের নাম	কখন হয়	লক্ষণ কি
১	ম্যারেক্স	৮ থেকে ১০ সপ্তাহ বয়সে হয়	১। পা অবশ হয়ে যায়, ২। ডানা ঝুলে পড়ে, ৩। গলা বেঁকে যায় ও খায় না, ৪। পাতলা পায়খানা করে
২	গামবারো	৩ থেকে ৬ সপ্তাহ বয়সে হয়	১। খাওয়া বন্ধ করে দেয়, ২। পালক উস্কোখুস্কো হয়ে পড়ে ৩। পায়ের গাঁট ফুলতে থাকে, ৪। চলাচল করতে পারে না ৫। মলদ্বারের পালক ভিজে থাকে, ৬। জলের মত সাদা পাতলা পায়খানা করে

৩	রানীক্ষেত	যে কোনো বয়সে হতে পারে	১। খেতে চায় না, ২। পালক উস্কোখুস্কো হয়ে পড়ে ৩। সাদা চুণের মত পায়খানা করে, ৪। চোখ, মুখ নাক দিয়ে জল পড়ে, ৫। মাথা ও গলা বেঁকে যায়
৪	ককসিডিওসিস	সব বয়সে হতে পারে	১। রক্ত পায়খানা করে, ২। পালক এলোমেলো হয়ে যায় ৩। ঝুঁটির লাল রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়
৫	পুলোরাম	০ থেকে ৪ সপ্তাহ বয়সে হতে পারে	১। সাদা থকথকে পায়খানা, ২। শ্বসকষ্ট, ঝিমুনি দেখা দেবে ৩। পালক অবিন্যস্ত দেখা দেয়, ৪। খাওয়াতে অনীহা
৬	সব বয়সে হতে পারে		১। ঝুঁটিতে, মুখে, পায়ে, নাকে গুটি দেখা দেবে, ফসকা দেখা দেবে, ২। ডিম কম দেবে, ৩। খাবার খেতে অনীহা দেখা দেবে

মুরগির রোগ প্রতিরোধের সাধারণ উপায়

১। খামারের চারপাশ পরিষ্কার রাখা।

২। খাবার পাত্র ও জলের পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখা।

৩। নলকূপের জল ব্যবহার করা।

৪। নির্ভরযোগ্য খামার থেকে মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ করা।

৫। ঘরের মেঝে সবসময় শুকনো রাখা।

৬। গাদাগাদি করে মুরগি না রাখা।

৭। ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক রাখা।

৮। সঠিক সময়ে কৃমির ঔষধ খাওয়ানো।

৯। সঠিক সময়ে টিকাকরণ করা।

১০। সঠিক বয়স অনুযায়ী খাবার দেওয়া (১-৮ সপ্তাহে চিক ম্যাশ, ৯-২০ সপ্তাহে গ্রোয়ার

ম্যাশ, ২১-৭২ সপ্তাহে লেয়ার ম্যাশ)।

১১। ২-৩ সপ্তাহ বাদে চুন ছড়িয়ে দিয়ে লিটার ওলোট পালোট করার ব্যবস্থা করা।

১২। বাচ্চার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিটারের উচ্চতা বাড়ানো।

১৩। বাচ্চার বয়সের সাথে সাথে খাবারের ও জলের পাত্রের উচ্চতা ঠিক করা। পিঠের লেভেলে খাবারের জায়গা আর চোখের লেভেলে জলের জায়গার ব্যবস্থা রাখা।

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো

যে কোন উর্বর ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো যায় তাহলে জানা দরকার উর্বর ডিম কাকে বলবো, মুরগি ও মোরগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যে ডিম উৎপাদন হয় সেগুলিকে উর্বর ডিম বলা যায়, উর্বর ডিম পেতে গেলে ৮ থেকে ১০টি মুরগি পিছু একটি সুস্থ তেজি মোরগ রাখা দরকার।

বাচ্চা ফোটানোর জন্য উপযুক্ত ডিম নির্বাচন

১) প্রতিটি ডিমের ওজন ৫০ – ৬০ গ্রাম ওজনের হতে হবে

২) ডিমের বয়স হবে ৭-১০ দিন

৩) ফাটা ও ডিম ভিতরে অংশ নড়লে সেগুলি ডিম ফোটানোর জন্য নির্বাচন না করা

৪) ডিমগুলি আলোতে ধরলে ডিমের মধ্যে কালো দাগ দেখা যায়, সেগুলি বাচ্চা ফোটানোর জন্য নির্বাচন না করা

৫) ডিম সাধারণত, সাদা বা লালচে রঙের দেখা যায় এর মধ্যে যেগুলি উজ্জ্বল; চকচকে, মসৃণ হবে, সেগুলি ডিম ফোটানোর জন্য নির্বাচন করা

৬) যে সমস্ত ডিমের খোসা পুরু শক্ত সেগুলি ডিম ফোটানোর জন্য নির্বাচন করা

৭) ডিমগুলি তা দেওয়ার আগে ডিমগুলিকে জীবাণুমুক্ত করা

একটি তা দেওয়া মুরগির জন্য কতগুলি ডিমের প্রয়োজন – মুরগির আকারের উপর নির্ভর করে ডিমের সংখ্যা, সাধারণত একটি মুরগি ৮ থেকে ১২ টি পর্যন্ত ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে সক্ষম।

ডিম ফোটানোর জন্য কেমন মুরগি নির্বাচন করা হবে

১) যে মুরগি ডিম পাড়া শেষ হলে ডিমের উপর থেকে সহজে উঠতে চায়না, তাড়া দিলে তেড়ে আসে এমন মুরগি নির্বাচন করা

২) যাদের ওজন মাঝারি হবে

৩) গায়ে উকুন নেই এবং শান্ত স্বভাবের, এমন রোগ মুক্ত মুরগি নির্বাচন করা।

তা দেওয়া জন্য পাত্র নির্বাচন

১) বাঁশের ঝুড়ি, টিনের চেটকা পাত্র, মাটির চওড়া পাত্র নির্বাচন করা

২) শুকনো খড়ের টুকরো। শুকনো কাঠের ভূষি, শুকনো বালি ইত্যাদি নির্বাচিত পাত্রের উপর বিছিয়ে দিয়ে তা দেওয়ার উপযুক্ত করা।

মুরগির যত্ন ও পরিচর্যা

১) যে ঘরে ডিম ফোটানো হবে, সখানে যেন মুরগির কোন অসুবিধে না হয়

২) যে ঘর নির্বাচন করা হবে সে ঘরে যেন আলো বাতাস চলাচল করে

৩) ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জলের ঝাপটা না লাগে সে দিকটা লক্ষ্য রাখা

৪) যদি মুরগির গায়ে উকুন হয়, তাহলে ডিম ফোটানোর পাত্রে ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর দোক্তা পাতা গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া

৫) তা দেওয়া মুরগির জন্য ২-৩ বার খাবার ও জলের ব্যবস্থা রাখা।

মনে রাখবেন

- মুরগি পালনে আপনার পরিবারের অপুষ্টি দূর হয়।
- আপনার মুরগি খামার থেকে আপনার আয়ের সুযোগ বাড়ে।
- দেশে পুষ্টিকর খাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- মুরগি শিল্পে আরও দশজনের কাজ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

AHEAD Initiatives

নবদিশা-র পক্ষে ৫/১/২/জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত। ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯